সিবিজিআর- এর চোখে
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের লেখ্যরূপ

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।

আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম?

আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।

আমরা ভোট পাই।

আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।

আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।

এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।

২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।

১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।

১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো।

আপনারা জানেন।

দোষ কী আমাদের?

আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন আলাপ আলোচনা করেছি।

আমি পাক শুধু বাংলা নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান।

তিনি আমার কথা রাখলেন না।

তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।

তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।

তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।

তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।

আমরা আলাপ-আলোচনা করবো।

আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।

এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।

তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়েত ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,

মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,

তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।

আসুন বসি।

জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।

আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের

আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।

তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।

তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।

যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।

তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।

আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।

তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।

আমি বললাম যে আমি যাবো।

ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।

৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।

তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।

যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।

তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।

আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।

জনগণ সাড়া দিলো।

আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা?

আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,

যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।

আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–

তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু–আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।

আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি

যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

তারা আমাদের ভাই।

আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?

আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন

যে আমার নামে বলেছেন

আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।

আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই আমি তাকে তা বলি নাই।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।

তাকে আমি বলেছিলাম,

জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে,

কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

তার পরে আপনি ঠিক করুন।

আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন আমি নাকি তাকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাকে আরটিসি তে বসবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আরটিসি?

কার আরটিসি?

কার সঙ্গে বসবো?

যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?

আপনি আসুন, দেখুন,

জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন

তারপরে তিনি আজকে

আজকে আমার দেশ এসেম্বলি এসেম্বলি, তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি,

এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়দানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।

সরকারি অফিস বন্ধ,

আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।

সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,

আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।

আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,

যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।

হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।

বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।

তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।

গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে।

গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে।

আমি পরিষ্কার মিটিং-এ বলেছি

যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার

২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।

রক্তের দাগ শুকায় নাই।

আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।

এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আমার দাবি মানতে হবে।

প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।

সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।

যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।

এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার,

তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না।

আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।

আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, যে

আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,

সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।

রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে।

শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,

ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।

এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।

তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।

আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আজ, আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,

আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।

আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,

সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।

মনে রাখবেন।

আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।

কাউকে যেনো সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্টে বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।

দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাঙ বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।

আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।

শোনেন মনে রাখবেন,

একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,

শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।

এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।

তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন

দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোনো রকমের কোন আঘাত আসে,

আমি যদি হুকুম দেবার না পারি,

আমার সহকর্মী যদি হুকুম দেবার না পারে,

মনে রাখবেন।

আর একটা কথা অনুরোধ করছি—রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,

কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।

তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন, রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,

মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।

যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।

রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।

টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।

দুই (২) ঘণ্টার মতো ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।

কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ

পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভায়েরা আমার,

আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।

তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।

জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।

যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।

দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।

এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।

মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।

এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠাণ্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।

আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।

পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন

জাতি জিততে পারে না।

আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখেন।

জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।

প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।

ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।

যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম, আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।

মনে আছে?

আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।

আসসালামু আলাইকুম।

জয় বাংলা।

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং বাংলাদেশ বেতার

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	কী অন্যায় করেছিলাম?
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।
আমরা ভোট পাই।	আমরা ভোট পাই।
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়। ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
আপনারা জানেন।	আপনারা জানেন।
দোষ কী আমাদের?	দোষ কী আমাদের?
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।	আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।
আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।	আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,
তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।
আসুন বসি।	আসুন বসি।
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	
তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।	
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	ডেকেছিলেন।
আমি বললাম যে আমি যাবো।	আমি বললাম যে আমি যাবো।
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।	তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।
জনগণ সাড়া দিলো।	জনগণ সাড়া দিলো।
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।
কী পেলাম আমরা?	কী পেলাম আমরা?
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–	আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।	যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
তারা আমাদের ভাই।	তারা আমাদের ভাই।
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।
তারপরে উনি বললেন–	তারপরে উনি বললেন–
যে আমার নামে বলেছেন	যে আমার নামে বলেছেন
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাকে আমি বলেছিলাম,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	তার পরে আপনি ঠিক করুন।
আমি এই কথা বলেছিলাম।	আমি এই কথা বলেছিলাম।
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?
কার আর টি সি?	কার আর টি সি?
কার সঙ্গে বসবো?	কার সঙ্গে বসবো?
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?
আপনি আসুন, দেখুন,	আপনি আসুন, দেখুন,
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা।কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা।কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন।
তারপরে তিনি আজকে	তারপরে তিনি আজকে

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	আজকে আমার দেশ এসেম্বলি। এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।
সরকারি অফিস বন্ধ,	সরকারি অফিস বন্ধ,
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,
যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃ তা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃ তা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।
গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার	ভায়েরা আমার
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,
আমার দাবী মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে।
প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।	প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	গরিবের,গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	ওয়াপদা।
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে। আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।
মনে রাখবেন।	মনে রাখবেন।
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।
কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।
শোনেন মনে রাখবেন,	শোনেন মনে রাখবেন,
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে,ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন
দ্বিতীয় কথা হোল এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	দ্বিতীয় কথা হোল এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	আমার সহকর্মী যদি হুকুম দেবার না পারে,
মনে রাখবেন।	মনে রাখবেন।
আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন
রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,	রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।	টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।	কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	টেলিফোন টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।	জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ বেতার
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।	প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।	ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।
মনে আছে?	মনে আছে?
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।
আসসালামু আলাইকুম।	আসসালামু আলাইকুম।
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	কি অন্যায় করেছিলাম?
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন।
আমরা ভোট পাই।	
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে,আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো,
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমুর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি,
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল’ জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল’ ল জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
আপনারা জানেন।	
দোষ কী আমাদের?	
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।	আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম,১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান।
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো।
আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো,
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।
আসুন বসি।	
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী।
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে।
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।
তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।	
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে।
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়া হলো।
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন,
আমি বললাম যে আমি যাবো।	আমি বললাম যে, আমি যাবো।
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না।
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হলো।
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।	বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।
জনগণ সাড়া দিলো।	জনগন সাড়া দিলো।
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	আপন ইচ্ছায় জনগন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।
কী পেলাম আমরা?	কি পেলাম আমরা?
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু র আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-	আজ সেই অস্ত্র ব্যাবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র-মানুষের বিরুদ্ধে।
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী।
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু,
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পরেছেন।	তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পরেছেন।
তারা আমাদের ভাই।	
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	
তারপরে উনি বললেন -	
যে আমার নামে বলেছেন	
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাঁকে আমি বলেছিলাম,
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলী করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে,
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	
আমি এই কথা বলেছিলাম।	
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	তিনি বললেন আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর .টি.সি?
কার আর টি সি?	
কার সঙ্গে বসবো?	কার সঙ্গে বসবো?
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো?
আপনি আসুন, দেখুন,	

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা।কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	
তারপরে তিনি আজকে	
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	
সরকারি অফিস বন্ধ,	
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	
যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	
গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	
ভায়েরা আমার	ভায়েরা আমার,
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	পঁচিশ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর. টি. সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলী কল করেছেন
আমার দাবী মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে
প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।	প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথ ড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁর তদন্ত করতে হবে।
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগনের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	
ভায়েরা আমার,	
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই,
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত,ফইজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
গরিবের,গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	রিকশা ঘোড়ার গাড়ী চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো,
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	আঠাশ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।
মনে রাখবেন।	
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
কাউকে যেনো সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	
শোনেন মনে রাখবেন,	শোনেন মনে রাখবেন
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে,ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	এই বাঙলায় হিন্দু- মুসলমান, বাঙ্গালী-ননবাঙ্গালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই।
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।
দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	
মনে রাখবেন।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	
রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,	
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙ্গালী রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না।
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙ্গালী টেলিভিশনে যাবেন না।
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।	
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।	কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে ক্ষতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙ্গালীরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	
ভায়েরা আমার,	
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।	

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	

CENTRE FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – অডিও রেকর্ড-ঢাকা রেকর্ড ১৯৭১
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।	
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।	
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	
মনে আছে?	
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	
আসসালামু আলাইকুম।	
জয় বাংলা।	জয়বাংলা

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার।
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	কী অন্যায় করেছিলাম?
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন।
আমরা ভোট পাই।	
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে,আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন – আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
আপনারা জানেন।	আপনারা জানেন।
দোষ কী আমাদের?	দোষ কী আমাদের?
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।	আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান।
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	তিনি মাইনে নিলেন।
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।
আমরা আলাপ-আলোচনা করবো।	আমরা আলোচনা করব।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।
আসুন বসি।	
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	আপনারা আসুন, বসি। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।
তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।	তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।
আমি বললাম যে আমি যাবো।	আমি বললাম যে আমি যাবো।
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।	বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।
জনগণ সাড়া দিলো।	জনগণ সাড়া দিলো।
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।
কী পেলাম আমরা?	কী পেলাম আমরা?
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–	আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু– আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি।
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।	যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
তারা আমাদের ভাই।	তারা আমাদের ভাই।
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।
তারপরে উনি বললেন–	তারপরে উনি বললেন।
যে আমার নামে বলেছেন	যে আমার নামে বলেছেন।
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাকে আমি বলেছিলাম,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	তার পরে আপনি ঠিক করুন।
আমি এই কথা বলেছিলাম।	আমি এই কথা বলেছিলাম।
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?
কার আর টি সি?	
কার সঙ্গে বসবো?	কার সঙ্গে বসবো?
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?
আপনি আসুন, দেখুন,	
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা।কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	
তারপরে তিনি আজকে	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	
সরকারি অফিস বন্ধ,	
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	
যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃ তা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন– সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	
গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি।
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার	ভায়েরা আমার।
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলি কল করেছেন।
আমার দাবী মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে।
প্রথম, মিলি সামরিক আইন-মার্শাল ল’ উইথড্র করতে হবে।	প্রথম, সামরিক আইন-মার্শাল ল’ উইথ ড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই,
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
গরিবের,গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো।
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়।
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন।
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।
মনে রাখবেন।	
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।
কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	
শোনেন মনে রাখবেন,	শোনেন মনে রাখবেন,
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে,ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেনো বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেনো বদনাম না হয়।
দ্বিতীয় কথা হোল এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	
মনে রাখবেন।	
আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	
রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,	
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।	
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	দুই (২) ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।	কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	
ভায়েরা আমার,	
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।	জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	দ্বিতীয় কথা প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারেনাই।	
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারেনাই।	
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	
মনে আছে?	
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	
আসসালামু আলাইকুম।	
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার।
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	
আমরা ভোট পাই।	
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে,আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন – আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
আপনারা জানেন।	আপনারা জানেন।
দোষ কী আমাদের?	দোষ কী আমাদের?
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।	আইজকে তিনি ... আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান।
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	তিনি মাইনে নিলেন।
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।
আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।	আমরা আলোচনা করব।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	
আসুন বসি।	
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	আসুন, বসি। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।
তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।	তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	
আমি বললাম যে আমি যাবো।	
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।	
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	
জনগণ সাড়া দিলো।	
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	
কী পেলাম আমরা?	কী পেলাম আমরা?
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–	আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে।
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি।
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।	যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
তারা আমাদের ভাই।	তারা আমাদের ভাই।
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।
তারপরে উনি বললেন–	তারপরে উনি বললেন।
যে আমার নামে বলেছেন	যে আমার নামে বলেছেন।
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাকে আমি বলেছিলাম,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	তার পরে আপনি ঠিক করুন।
আমি এই কথা বলেছিলাম।	আমি এই কথা বলেছিলাম।
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	
কার আর টি সি?	
কার সঙ্গে বসবো?	
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	
আপনি আসুন, দেখুন,	
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	
তারপরে তিনি আজকে	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	
সরকারি অফিস বন্ধ,	
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	
যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃ তা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন– সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃ তা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	
গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি।
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার	ভায়েরা আমার।
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলি কল করেছেন।
আমার দাবী মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে।
প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।	প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	
গরিবের,গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবেনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবেনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	
মনে রাখবেন।	
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	
কাউকে যেনো সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	
শোনেন মনে রাখবেন,	
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	
দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	
মনে রাখবেন।	
আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	
রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,	
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।	
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	
আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	
ভায়েরা আমার,	
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।	জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।	প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।	ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।
মনে আছে?	মনে আছে?
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।
আসসালামু আলাইকুম।	আসসালামু আলাইকুম।
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং আইসিটি অধিদপ্তর

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার।
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	
আমরা ভোট পাই।	
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে,আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন – আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
আপনারা জানেন।	আপনারা জানেন।
দোষ কী আমাদের?	দোষ কী আমাদের?
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।	আইজকে তিনি, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান।
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	তিনি মাইনে নিলেন।
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।
আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।	আমরা আলোচনা করব।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	
আসুন বসি।	
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	আসুন, বসি। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।
তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।	তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	
আমি বললাম যে আমি যাবো।	
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।	
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	
জনগণ সাড়া দিলো।	
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	
কী পেলাম আমরা?	কী পেলাম আমরা?
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-	আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে।
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি।
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।	যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি – তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
তারা আমাদের ভাই।	তারা আমাদের ভাই।
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।
তারপরে উনি বললেন -	তারপরে উনি বললেন।
যে আমার নামে বলেছেন	যে আমার নামে বলেছেন।
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাকে আমি বলেছিলাম,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	তার পরে আপনি ঠিক করুন।
আমি এই কথা বলেছিলাম।	আমি এই কথা বলেছিলাম।
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	
কার আর টি সি?	
কার সঙ্গে বসবো?	
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	
আপনি আসুন, দেখুন,	
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা।কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	
তারপরে তিনি আজকে	

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	
সরকারি অফিস বন্ধ,	
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	
যে এই এই জিনিষ চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	
গোলমাল হলোনা পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি।
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার	ভায়েরা আমার।
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলি কল করেছেন।
আমার দাবী মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে।
প্রথম, মিলি সামরিক আইন– মার্শাল ল’ উইথড্র করতে হবে।	প্রথম, মিলি সামরিক আইন– মার্শাল ল’ উইথড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা় এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারিনা।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।
ভায়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	
গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	
মনে রাখবেন।	
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	
কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	
শোনেন মনে রাখবেন,	
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	
দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	
মনে রাখবেন।	
আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	
রেডিও টেলিভিশন নিউজ পেপার,	
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।	
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবেনা।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	
আমার কিছু বলার থাকবেনা। দরকার হয় ঢাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	
ভায়েরা আমার,	
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবেনা।	জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবেনা।
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।
দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	আইসিটি অধিদপ্তর
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।	প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।	ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।
মনে আছে?	মনে আছে?
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।
আসসালামু আলাইকুম।	আসসালামু আলাইকুম।
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর) এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
ভায়েরা আমার,	
আজ দুঃখ ভারাক্রান্তমন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখ ভারাক্রান্তমন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	কী অন্যায় করেছিলাম?
আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,	
নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।	নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন।
আমরা ভোট পাই।	
আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো।
এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস–
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ–এদেশের করুণ ইতিহাস,
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল’ জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালের আয়ুব খান মার্শাল ল’ জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন – আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হোল।
আপনারা জানেন।	
দোষ কী আমাদের?	
আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন - আলাপ আলোচনা করেছি।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি।
আমি পাক শুধু বাংলা নয় - পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান	আমি, শুধু বাংলার নয় - পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে।
তিনি আমার কথা রাখলেন না	তিনি আমার কথা রাখলেন না।
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে।
তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।	
তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।
আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।	

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো
এমনকি আমি এ পর্যন্তবললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।	এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয় আমরা মেনে নেব।
তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।	ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে।
তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,	
তারপরে অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।	তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম।
আসুন বসি।	আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো
জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।	
আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।	সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।	
তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।	
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।	তিনি বললেন যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলা দেওয়া হবে।
যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্তদোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে।
তার পরেও যদি কেউ আসে সঙ্গসার করা হবে।	
আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।
তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।	আর হঠাৎ ১ তারিখ এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।
এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।
আমি বললাম যে আমি যাবো।	আমি বললাম আমি যাবো।
ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।	ভুট্টো বললেন, যাবেন না।
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।	৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন।
তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।	
তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো।	দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল।
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।	আমি বললাম আপনারা শান্তিপূর্নভাবে হরতাল পালন করুন
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।	আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন।
জনগণ সাড়া দিলো।	জনগণ সাড়া দিল।
আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।	সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল।
কী পেলাম আমরা?	
আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,	
যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	আমি বললাম আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-	আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে-

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।	তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।
আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।	আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি
যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি - তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।	তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
তারা আমাদের ভাই।	
আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?	
আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।	
তারপরে উনি বললেন –	
যে আমার নামে বলেছেন	
আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।	
আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।	
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।	
তাকে আমি বলেছিলাম,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।	আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, আপনি দেখুন।
তার পরে আপনি ঠিক করুন।	
আমি এই কথা বলেছিলাম।	
তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।	তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।
আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?	আমি বলেছি, কিসের এসেম্বলি বসবে,
কার আর টি সি?	
কার সঙ্গে বসবো?	কার সঙ্গে কথা বলবো?
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?	আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো?
আপনি আসুন, দেখুন,	
জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন	
তারপরে তিনি আজকে	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।	
এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়াদানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।	
সরকারি অফিস বন্ধ,	
আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।	
সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,	
আপনারা আমি বললাম কোন সরকারি অফিস চলবে না, কোন কিছু চলবে না।	
আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,	
যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।	
হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।	পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা !
বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।	
আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।	

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।	
গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।	
আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি	
যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	
ভায়েরা আমার	
২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।	১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেম্বলি খোলা চলবে না।
এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,	
আমার দাবী মানতে হবে।	
প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।	সামরিক আইন- মার্শাল ল' withdraw করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্তকরতে হবে।	যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্তকরতে হবে।

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।	এর পূর্বে, এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।
জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।	
ভায়েরা আমার,	
তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?	
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	দেশের মানুষের অধিকার চাই।
আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,	আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, যে
যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,	গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলি আছে,

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।
রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,	রিকশা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্মেন্ট দপ্তর
ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।	ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।
২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	২৮ তারিখে কর্মচারিরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,	এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়,
আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো - প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	এরপর যদি ১টা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল -প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।	কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।
আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,
আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।	যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন।
আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,	আর ৭ দিনের হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে,
সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।	প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।
মনে রাখবেন।	
আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।
কাউকে যেনো সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।	

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্তআমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।	যে পর্যন্তআমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল -- কেউ দেবে না।
আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।	
শোনেন মনে রাখবেন,	
একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,	
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।	শুনুন মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই। বাঙালী, অ-বাঙালী
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেনো বদনাম না হয়। মনে রাখবেন	তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়।
দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোন রকমের কোন আঘাত আসে,	
আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।	
আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,	
মনে রাখবেন।	
আর একটা কথা অনুরোধ করছি - রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।	
তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।	
প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন	
রেডিও টেলিভিশান নিউজ পেপার,	
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।	মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না।
যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।	যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না।
রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোন বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।	
টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোন বাঙ্গালী টেলিভিশান অফিসে যাবেন না।	
দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।	২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে। যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারবে।
কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।	পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।	টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।	এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন।
আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	
ভায়েরা আমার,	
আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।	
আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।	
তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।	
জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।	
যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।	
দ্বিতীয় কথা , প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় - প্রত্যেক ইউনিয়নে - প্রত্যেক সাবডিভিশনে - আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।	প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো।
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভায়েরা আমার,	
যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।	
আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।	
পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোন জাতি জিততে পারে না।	

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খন্ড)
আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।	
জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।	
প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।	
ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।	
যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম - আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।	
মনে আছে?	
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।	
আসসালামু আলাইকুম।	
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
ভাইয়েরা আমার,	ভায়েরা আমার,
আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।	আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।
আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।	আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।
আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।	আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।
আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।	আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।
কী অন্যায় করেছিলাম?	কী অন্যায় করেছিলাম?
	আপনারা নির্বাচনে গিয়ে,
নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন।	নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন।
	আমরা ভোট পাই।
	আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো।	আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।
এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।	এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।	কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।
২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।	২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।
বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।	বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।	১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি।
১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি	১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।
১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।	১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে।
১৯৬৬ সালের ৬দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।	১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন – আমরা মেনে নিলাম।	১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।
তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।	তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।
	আপনারা জানেন।
	দোষ কী আমাদের?
আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি	আইজকে তিনি আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন – আলাপ আলোচনা করেছি।
আমি শুধু বাংলার নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন।	আমি পাক শুধু বাংলা নয় – পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দ্যান
তিনি আমার কথা রাখলেন না।	তিনি আমার কথা রাখলেন না
তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।	তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।
তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।	তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।
	তিনি মাইনে নিলেন। মাইনে নিলেন।
আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।	তিনি তারপরে, আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	আমরা আলাপ- আলোচনা করবো।
আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।	আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো।
এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।	এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।
ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে।	তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে।
	তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামের নেতা নুরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,
	মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো,
তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম।	তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম।
	আসুন বসি।
	জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে, ছয় (৬) দফা এগারো (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে। একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই।
আপনারা আসুন, বসুন আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো	আপনারা আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি।	তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের
	আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন। এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি।
	তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না।
তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে।	তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে।
যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।	যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে।
	তার পরেও যদি কেউ আসে তাকে সঙ্গসার করা হবে।
আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে।	আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে।
তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।
ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।	এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন।
আমি বললাম আমি যাবো।	আমি বললাম যে আমি যাবো।
ভুট্টো বললেন তিনি যাবেন না।	ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না।
৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন।	৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন।
তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।	তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।	দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হলো আমাকে।
	যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না।
বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।	তারপরে বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।
আমি বললাম শান্তিপূর্নভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন	আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন।
আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন।	আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান।
জনগণ সাড়া দিলো।	জনগণ সাড়া দিলো।
আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।	আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
তারা শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।	তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞবদ্ধ হলো।
কী পেলাম আমরা?	কী পেলাম আমরা?
	আমাদের যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে,
আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।	যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।
আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-	আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-
তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি।	তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–	আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু– আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।
আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি–	আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি
তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।	যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি– তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
	তারা আমাদের ভাই।
	আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেনো আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন?
	আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।
	তারপরে উনি বললেন–
	যে আমার নামে বলেছেন
	আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
	আমি উনাকে এইকথা বলে দিবার চাই – আমি তাকে তা বলি নাই।
টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়।	টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়।
তাকে আমি বলেছিলাম,	তাকে আমি বলেছিলাম,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে।	জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে।
কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।	কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।
আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।	আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।
	তার পরে আপনি ঠিক করুন।
	আমি এই কথা বলেছিলাম।
তিনি বললেন – আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।	তিনি বললেন আমি নাকি তাঁকে, তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাঁকে আর টি সি তে বসবো।
আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল	আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আর টি সি?
	কার আর টি সি?
কার সাথে বসবো?	কার সঙ্গে বসবো?
যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো?	যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো?
	আপনি আসুন, দেখুন,
	জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা। কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন
	তারপরে তিনি আজকে

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	আজকে আমার দেশ এসেম্বলি, এসেম্বলি তিনি পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি।
	এর পরে আপনারা জানেন, আমি গ্যালাম। আমি গ্যালাম পল্টন ময়দানে। আমি বললাম সব কিছু বন্ধ।
	সরকারি অফিস বন্ধ,
	আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো।
	সকলে আমাকে বললো, এবং আপনারা আমার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন,
	আপনারা আমি বললাম কোনো সরকারি অফিস চলবে না, কোনো কিছু চলবে না।
	আমি কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় সেটা স্লাক করলাম,
	যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেই ভাবে চললো।
হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে, পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন।	হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন।
বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।	বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।
	আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	তিনি বাঁধা দিলেন যে আসতে পারবা না।
	গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে। গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষ কে।
	আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি
	যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভাইয়েরা আমার	ভায়েরা আমার
২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে।	২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে।
রক্তের দাগ শুকায় নাই।	রক্তের দাগ শুকায় নাই।
আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা।	আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।
অ্যাসেম্বলি কল করেছেন,	এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন,
আমার দাবি মানতে হবে।	আমার দাবী মানতে হবে।
প্রথমে, সামরিক আইন- মার্শাল ল রিঃযফৎধি করতে হবে।	প্রথম, মিলি সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।
সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে।	সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে।
যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।	যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।	আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।	তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।
এর পূর্বে, অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারিনা।	এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসা, আমরা এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।
	জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।
	ভায়েরা আমার,
	তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।	আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না।
আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।	আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে	আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই,
আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাছারি, আদালত ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিস্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।	যে আইজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফইজদারি, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে,	গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।	সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না।
রিকশা গরুরগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভার্মেন্ট দপ্তর	রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কি? সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো,
ওয়াপদা কোনো কিছু চলবেনা।	ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।
২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।	২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়,	এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়,
আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।	আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইলো – প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।	তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।	এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।
আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।	আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।
তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।	তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবানা।	কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না।
আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা।	আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।
আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,	আজ আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে,
আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।	আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগের অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।
যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছে দেবেন।	যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে,	আর এই সাত (৭) দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন,
প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।	সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা, প্রত্যেকটায় শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।
	মনে রাখবেন।
সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।	আর সরকারী কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে।
	কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্ট এ বা জজকোর্ট এ দেখা না হয়।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবেনা।	দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।
	আপনারা আমার উপর ছেড়ে দ্যান আন্দোলন কী করে করতে হয়।
শুনুন মনে রাখবেন,	শোনেন মনে রাখবেন,
	একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে,
শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। লুটতরাজ করবে	শত্রু বাহিনী ঢুকেছে,ছদ্মবেশে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।
এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-অ-বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।	এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই।
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়।	তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন
	দ্বিতীয় কথা হলো এই, যে যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে,
	আমি যদি হুকুম দেবার না পারি।
	আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে,
	মনে রাখবেন।
	আর একটা কথা অনুরোধ করছি – রেলওয়ে চলবে সত্য কথা,

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গায় থেকে এক জাগার থেকে আরেক জাগায় নেবার চেষ্টা করবেন না।
	তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।
	প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন
	রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার,
মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেননা।	মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।
যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেননা।	যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।
	রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দেবার দেয়, কোনো বাঙ্গালী রেডিও স্টেশন এ যাবেন না।
	টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোনো বাঙ্গালী টেলিভিশন অফিসে যাবেন না।
২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে। যাতে মানুষ তাদের মায়নেপত্র নিতে পারে।	দুই (২) ঘন্টার মতো ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।
পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবেনা।	কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সাথে দেয়া নেয়া চলবে না	টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুঝে কাজ করবেন।	কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
	আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
	ভায়েরা আমার,
	আমার কাছে এখন-ই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে।
	আমি, আপনারা আমার প্লেয়ার চালায় দেন। কারো হুকুম মানতে পারবেন না।
	তবে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না।
	জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না।
	যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।
প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল।	দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় – প্রত্যেক ইউনিয়নে – প্রত্যেক সাবডিভিশনে – আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো।
এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।	এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।	মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।
এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।	এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
	ভায়েরা আমার,
	যেভাবে আপনাদের আপনারা ঠান্ডা হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জালেম আর তার লোক আসবে আক্রমণ করতে।
	আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, এবং প্রস্তুত থাকবেন।
	পজিশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো জাতি জিততে পারে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	সেন্টার ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড রিসার্চ (সিবিজিআর)
	আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চই রাখেন।
	জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই।
	প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই।
	ফাঁসিকাষ্ঠে আসামী দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই।
	যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমাকে একদিন জেলের থেকে বাইর করে নিয়ে এসেছিলেন এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম – আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ঋণ শোধ করবো।
	মনে আছে?
	আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ।
	আসসালামু আলাইকুম।
জয় বাংলা।	জয় বাংলা।

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH